রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৯, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৭/০৩/২০১২

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা

নং **পবম/CCU/গাইড লাইন/৫৪/২০১০/২২৭**—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ এর ১০ ধারা অনুসরণে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নির্দেশিকা জারী করা হলো ঃ

১.০ **প্রকল্প প্রণয়ন**

১.১ প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে ঃ

১.১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) 2009 এ বর্ণিত থিমেটিক এরিয়ার আওতাধীন প্রোগ্রাম এর আলোকে প্রণয়ন করতে হবে।

মূল্য ঃ টাকা ৩২.০০

১.১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, কার্যক্রম থাকতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাবে প্রকল্প প্রস্তাবে তা উল্লেখ করতে হবে।

১.১.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত কর্মসূচি এবং অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।

১.১.৪ প্রস্তাবিত প্রকল্প মন্ত্রণালয় বা সংস্থার বাস্তবায়নাধীন বা পরিকল্পনাধীন কোন প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা নেই এই মর্মে প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১.১.৫ প্রস্তাবিত প্রকল্প একক বা যৌথভাবে প্রণয়ন করা যাবে। তবে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংখ্যা ৩ এর অধিক হবে না। প্রকল্প প্রস্তাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং মোট বাজেট উল্লেখ পূর্বক প্রত্যেক বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ও বাজেট আলাদাভাবে এবং আইটেমওয়ারী নির্ধারিত হতে হবে। একটি সংস্থাকে লীড বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা সহযোগী হিসাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

১.১.৬ প্রকল্পের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে।

১.১.৭ প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রতিটি আইটেমের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড/সাব-কোড ব্যবহার করতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে যদি কোন আইটেম নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড/সাব-কোড এর আওতায় না পড়ে সেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ থেকে কোড/সাব-কোড বরাদ্দ নিতে হবে।

১.১.৮ প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সাধারণভাবে নতুন জনবল নিয়োগের সংস্থান নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন যথাসম্ভব সংস্থার বিদ্যমান জনবল দ্বারা করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হলে চুক্তিভিত্তিক (সর্বসাকুল্য বেতনে) নতুন জনবল নিয়োগের প্রস্তাব করা যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১.১.৯ প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি সম্পর্কে যৌক্তিকতাসহ প্রশিক্ষণের বিষয়, মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.১.১০ প্রস্তাবিত প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কোন বিদেশী পরামর্শকের প্রস্তাব করা যাবে না।

১.১.১১ প্রকল্পে পরামর্শকের প্রস্তাব করা হলে সেক্ষেত্রে তাদের বিস্তারিত কর্মপরিধি (TOR), শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে হবে।

১.১.১২ প্রস্তাবিত নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বিস্তারিত প্লান (নকশা) এবং প্রাক্কলন পৃথকভাবে সংযোজন করতে হবে।

১.১.১৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পে সম্পদ সংগ্রহ ও নির্মাণ আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্রয়/সংগ্রহ সময়াবদ্ধ (Time Frame), পরিকল্পনা এবং বিভাজন দিতে হবে।

১.১.১৪ এছাড়াও অন্যান্য আইটেমের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিভাজন প্রয়োজন হলে পরিশিষ্ট আকারে সংযোজন করতে হবে।

১.১.১৫ যে সকল প্রস্তাবিত প্রকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (IEE) এবং/অথবা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (EIA) প্রতিবেদন প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে।

১.১.১৬ প্রকল্প প্রস্তাব "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প প্রস্তাব (PPCCTF)" ছকে (সংলগ্নী-১) প্রণয়ন করতে হবে;

১.১.১৭ প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প শুরুর প্রস্তাবিত তারিখ থেকে ন্যূনতম ৪ (চার) মাস পূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে দাখিল করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক সময় শিথিল করা হতে পারে।

২.০ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ

২.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর সুফল নিশ্চিত করবে মর্মে কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক উদ্যোগী সংস্থা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করবে।

২.২ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গঠিত কারিগরি কমিটি তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে ৯০ দিনের মধ্যে সুপারিশ করবে।

২.৩ কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাব ট্রাস্টি বোর্ডের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

২.৪ কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক তা সভার কার্যবিবরণী জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্বিন্যাস করে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট এ প্রেরণ করতে হবে। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্বিন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করা হলে তা ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

২.৫ কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্পের পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত থাকলে সভার কার্যবিবরণী জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পুনর্বিন্যাসকৃত প্রকল্প ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে দাখিল করা না হলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তা বিবেচনা করা হবে না। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হলে তা কারিগরি কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৩.০ **প্রকল্প অনুমোদন**

৩.১ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর আওতায় গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৪.০ **প্রকল্প সংশোধন**

৪.১ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য বিধায় সাধারণভাবে সংশোধন বা মেয়াদবৃদ্ধি বিবেচনা করা হবে না। তবে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হলে যৌক্তিকতাসহ সংশোধনের প্রস্তাব PPCCTF ছকে (সংলগ্নী-২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন একবারের বেশি করা যাবে না। তবে আন্তঃ খাত সমন্বয় সংশোধন সর্বোচ্চ দুইবার করা যাবে।

৪.২ যৌক্তিক কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাস, কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি/হ্রাস, নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্তি, পুরাতন আইটেম বাদ দেওয়া, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও জনবল বৃদ্ধি/হ্রাস, অর্থায়নের ধরন ও উৎস, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদির পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত হলেই কেবল প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব করা যাবে।

৪.৩ সংশোধিত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ নিয়মাবলী অনুচ্ছেদ ২.০ এর অনুরূপ হবে।

৪.৪ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চলমান প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এবং অঙ্গের পরিবর্তন প্রয়োজন না হলে যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, অঙ্গসমূহের বরাদ্দের উপযোজন/পুনঃউপযোজন বিষয়ের প্রস্তাব ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হবে। এ ধরনের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। এ জাতীয় সিদ্ধান্তসমূহ ট্রাস্টি বোর্ড-কে অবহিতকরণের জন্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৫. **প্রকল্প বাস্তবায়ন**

৫.১ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত/নীতিগতভাবে অনুমোদিত প্রকল্পের পুনর্বিন্যাসের অনুশাসন থাকলে সভার কার্যবিবরণী জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পুনর্বিন্যাসকৃত প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে দাখিল করতে হবে, অন্যথায় ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত স্থগিত বলে গণ্য হবে। তবে, সুনির্দিষ্ট কারণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবেচনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৫.২ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের পর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারী করবে।

৫.৩ প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারীর পর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যথাশীঘ্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করবে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট সকল-কে অবহিত করবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সরাসরি প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে পারবে ।

৫.৪ অনুমোদন আদেশ জারীর তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু না করলে প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৫.৫ বাংলাদেশের যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের নামে একটি এসটিডি হিসাব খুলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট-কে অবহিত করবেন। উক্ত এসটিডি হিসাবটি প্রকল্প পরিচালক হিসাবটি প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৫.৬ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল প্রকল্পের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এবং ৫ (পাঁচ) কোটি বা তদুর্ধ্ব টাকার প্রকল্পসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করতে হবে।

৫.৭ স্টিয়ারিং কমিটিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ এবং আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, বিভাজন, অবমুক্তি, ব্যবহার এবং হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

৬.১ অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৯ এ উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, বিভাজন, অবমুক্তি, ব্যবহার এবং হিসাব সংরক্ষণের সাধারণ শর্তাবলীতে উল্লিখিত শর্তাবলী মোতাবেক প্রকল্পে কিছু কিছু অংশ বা অঙ্গ বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের বিধান রয়েছে। প্রকল্পের দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশ বা আইটেমের জন্য খন্ড খন্ডভাবে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের পরিবর্তে সাধারণভাবে প্রকল্পের অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ জারীর ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য সকল অংশ বা আইটেমের জন্য একত্রে (বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতিত) প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৬.২ হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান এবং বাস্তবায়নকারী বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা কর্তৃপক্ষের নিকট হিসাব দাখিল নিশ্চিত করবেন।

৬.৩ অবমুক্তকৃত অর্থ অব্যয়িত থাকলে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং অবমুক্তিযোগ্য অর্থ অবমুক্ত করা হলে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে এর স্বপক্ষে তথ্যাদিসহ (অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুসারে) প্রত্যয়ন দিতে হবে।

৬.৪ সরকারি অফিস, অধিদপ্তর এবং পরিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের পর বিল ভাউচারের বিপরীতে অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৬.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে যে কোন ধরনের অর্থ ব্যয়ে সরকারি আর্থিক বিধি বিধান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ওয়ার্ক, পণ্য এবং সেবা ক্রয়/সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার বা পরামর্শক নিয়োগ করতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ সহ সময়ে সময়ে জারিকৃত সরকারের আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৬.৬ সরকারের রাজস্ব বাজেটের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্যাশ বই, ডেড স্টক রেজিষ্টার, একুইটেন্স রোল (কর্মকর্তা/কর্মচারী), পেটি ক্যাশ লেজার, বরাদ্দ রেজিস্টার, স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার, অগ্রিম রেজিস্টার, বিল রেজিস্টার, চেক রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণ এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য উল্লিখিত রেজিস্টারসমূহ ছাড়াও অন্য কোন রেজিস্টার সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে তাও সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.৭ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক বিধি বিধান এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

৬.৮ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের জন্য অফিসভাড়া বাবদ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না। তবে বিশেষ কারণে প্রকল্পের জন্য অফিসভাড়া প্রয়োজন হলে প্রকল্পের জন্য বেসরকারি ব্যক্তি/সংস্থার মালিকানাধীন বাড়িভাড়া সংক্রান্ত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

৬.৯ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনন্দিন অফিসে যাতায়াতের জন্য কোন গাড়ির সংস্থান প্রকল্পের অর্থায়নে করা যাবে না। তবে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকির জন্য গাড়ি ভাড়া করা যাবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গাড়ি ক্রয় কিংবা সংস্থা কর্তৃক গাড়ি বরাদ্দ করা হলে সিএনজি চালিত যানে রূপান্তরিত গাড়ীর ক্ষেত্রে পেট্রোল/অকটেন বরাদ্দের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখা কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে।

৬.১০ অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৬.১১ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের সকল ব্যয় করতে হবে।

৬.১২ সাধারণত এক কিস্তির অব্যয়িত অর্থ অন্য কিস্তিতে ব্যয় প্রস্তাবের সাথে সমন্বয় করতে হবে। তবে, ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় না করতে পারার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ অর্থছাড়ের প্রস্তাব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে।

৬.১৩ অর্থ ব্যয়ের মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী ৬ ও ৭) নিয়মিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে।

৬.১৪ প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৬.১৫ অত্যাবশ্যকীয় জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সার্কুল্য বেতনের সার্কুলার অনুসরণ করতে হবে।

৭. আইটেম ওয়ারি ব্যয় বিভাজন, অর্থ ছাড়/অবমুক্তি, ব্যবহার এবং হিসাবরক্ষণ

৭.১ আইটেমওয়ারি ব্যয় বিভাজন

৭.১.১ প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত প্রকল্পের আইটেমওয়ারী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বছরভিত্তিক ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-৯) ব্যয় বিভাজন প্রস্তুত করবেন এবং আর্থিক বছরের শুরুতেই (১৫ জুলাইয়ের মধ্যে) বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করবেন। তবে নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-৯) ব্যয় বিভাজন প্রস্তুত করবেন এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করবেন।

৭.২ অর্থ ছাড়/অবমুক্তি

৭.২.১ প্রতি অর্থবছরে ৪টি কিস্তিতে (১ম কিস্তি জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২য় কিস্তি অক্টোবর-ডিসেম্বর, ৩য় কিস্তি জানুয়ারি-মার্চ এবং ৪র্থ কিস্তি এপ্রিল-জুন) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট অর্থ ছাড়/অবমুক্ত করবে।

৭.২.২ ব্যয় বিভাজন অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদিত ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী ৩, ৪, ৯, ১২) ১ম কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করবেন।

৭.২.৩ ২য়/৩য়/৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাবের সাথে পূর্বের কিস্তি/কিস্তিসমূহের অর্থ ব্যবহারের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী ৩, ৪ ও ৭) দাখিল করতে হবে। ৪র্থ কিস্তি চলাকালীন সময়ে (এপ্রিল-জুন) যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবের সাথে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে।

৭.২.৪ বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রয়োজনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট দুই বা তিন কিস্তির অর্থ যথাক্রমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কিস্তি চলাকালীন সময়ে অবমুক্ত করতে পারবে। তবে এক কালীন ৪ কিস্তির অর্থ ছাড়ে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে।

৭.২.৫ ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় পূর্বের কিস্তির অগ্রগতি যাচাই পূর্বক ৪র্থ কিস্তি ছাড়ের সুপারিশ করবে।

৭.৩ বিল দাখিল ও চেক গ্রহণ

৭.৩.১ অর্থ অবমুক্তির সরকারি আদেশ প্রাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক সরকারি বিল ফরম টিআর-২১ (সংলগ্নী-১০) এর মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে বিল দাখিল করবেন। সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা অডিট রেজিস্টার অনুসরণ করে চেক প্রস্তুত করবেন।

৭.৩.২ প্রকল্প পরিচালক সরাসরি অথবা তাঁর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার নিকট হতে কিস্তির চেক গ্রহণ করবেন। ১ম কিস্তির চেক প্রকল্প পরিচালক নিজে গ্রহণ করবেন এবং চেক গ্রহণের সময় প্রকল্প পরিচালকের নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি দাখিল করবেন। নমুনা স্বাক্ষর মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৮. প্রকল্প কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৮.১ সার্বিক অর্থে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যে পদ্ধতিতে এডিপিভুক্ত প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে থাকে, একই পদ্ধতিতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট-কে অবহিত করবে (সংলগ্নী-৬,৭)।

৮.২ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়নকালীন সময়ে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা যথাশীঘ্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

৮.৩ প্রকল্পের কার্যক্রম অর্থ বিভাগের শর্ত এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সমন্বিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকৌশল মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটও মনিটরিং ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.৪ অনুঃ ৮.১-৮.৩ ছাড়াও প্রয়োজনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বা Outsourcing এর মাধ্যমে মনিটরিং ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ সমর্পণ

৯.১ প্রতি অর্থবছরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে সংলগ্নী-৮ পুরণপূর্বক অব্যয়িত অর্থের বিবরণী প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়-কে অবহিত রেখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে প্রেরণ করবে।

৯.২ পূর্ববর্তী অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ পরবর্তী অর্থ বছরে ব্যয়ের প্রয়োজন হলে প্রকল্প পরিচালক পরবর্তী বছরের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় পূর্বক ব্যয় বিভাজন (সংলগ্নী-৯) প্রস্তাব ৭.১.১ অনুসরণপূর্বক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে দাখিল করবে।

৯.৩ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অনুকূলে চেকের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে ফেরত প্রদান করতে হবে।

১০. প্রকল্প অডিট

১০.১ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা(সমূহ) অনুযায়ী বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর প্রকল্পের নিরীক্ষা করবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করবেন। প্রকল্পের সার্বিক ও আর্থিক দায়ভার প্রকল্প পরিচালক/বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থার উপর বর্তাবে।

১০.২ অনুঃ ১০.১ ছাড়াও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি বা Outsourcing এর মাধ্যমে অডিট সম্পাদন করা যাবে।

১০.৩ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প অডিট বিষয়ে কোন নির্দেশনা থাকলে তা প্রতিপালন করতে হবে।

১১. প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন

১১.১ প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-১১) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে দাখিল করবেন।

১১.২ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট উল্লিখিত প্রতিবেদন আইএমইডি'র মতামত গ্রহণপূর্বক যাচাই-বাছাই করে তা ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে।

১২. প্রকল্পের মালামাল

১২.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল মালামাল ও যন্ত্রপাতি আলাদা স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে। প্রতিটি স্থায়ী আইটেমের গায়ে একটি নম্বর প্রদান করতে হবে।

১২.২ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের মালামাল ও যন্ত্রপাতি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিটে জমা প্রদান করতে হবে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট এ বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মেছবাহ উল আলম
সচিব

সংলগ্নী - ১

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প প্রস্তাব (PPCCTF)

PART–A

Project Summary

১.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিরোনাম (বাংলা ও ইংরেজীতে)	ঃ	
২.	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/	ঃ	
৩.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	
৪.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	ঃ	
	(ক) শুরু	ঃ	
	(খ) সমাপ্ত	ঃ	
৫.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্য	ঃ	
৬.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য (সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে)	ঃ	
৭.	প্রকল্প এলাকা (প্রয়োজনে ম্যাপ সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ	
৮.	প্রকল্পটি BCCSAP, ২০০৯ এর কোন Thematic Area-র কি Program কে Address করা হবে (Fit with Thematic Area & Program)	ঃ	
৯.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	(ক) মোটঃ (খ) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডঃ (গ) অন্যান্যঃ
১০.	প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয়ের বিবরণ (একাধিক এলাকার ক্ষেত্রে) (সংযোজনী-১ মোতাবেক)	ঃ	সংযোজনী-১ মোতাবেক।

১১. অংগভিত্তিক ব্যয়ের সার সংক্ষেপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয় খাত	অর্থনৈতিক কোড (মূল কোড)	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

১২. প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) ঃ ঃ সংযোজনী-২ (ক), ২(খ) ও ২(গ) মোতাবেক।

১৩. আইটেমওয়ারি আর্থিক (Financial) ও ভৌত (Physical) লক্ষ্যমাত্রা ঃ সংযোজনী-৩ মোতাবেক।

১৪. আইটেমওয়ারি বছর ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যায় বিভাজন ঃ সংযোজনী-৪, ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৪(ঘ) ও ৪(ঙ) মোতাবেক।

Signature of officer (s)/Authority responsible for the preparation of the PPCCTF with seal and date

PART – B

Project Details

১. প্রকল্পের পটভূমি ও যৌক্তিকতা ঃ

২. প্রকল্পের ধারণাগত কাঠামো ঃ

৩. প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় Climate Change-এর Root Causes and Barrier (মূল কারণ ও প্রতিবন্ধকতা) কে Address করার জন্য যে সকল Adaptation বা Mitigation Measures নেওয়া হবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ঃ

৪. প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্ষমসমুহ (Activities) এবং কার্যক্ষমসমুহের সম্ভাব্য ফলাফল (Output) প্রভাব (Outcome) ঃ

কার্যক্ষম(Activity)	ফলাফল (Output)/প্রভাব (Outcome)

৫. Logical Framework ঃ ঃ সংযোজনী-৫ মোতাবেক।

৬. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Project management process/Set) ঃ ঃ

৭. প্রকল্পের মনিটরিং ও ইভাল্যুয়েশন পরিকল্পনা (Monitoring & Evaluation Plan of the Project) ঃ ঃ সংযোজনী-৬ মোতাবেক।

৮. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি MDG এর সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত ঃ

৯. প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঃ

(ক) পরিবেশগত প্রভাব (ভূমি, পানি, বায়ু, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি) ঃ

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্নতার উপর প্রভাব ঃ

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক ও উৎপাদন জনিত ঃ

(ঘ) দারিদ্র বিমোচনে প্রভাব ঃ

(ঙ) নারী ও শিশুদের কল্যাণে প্রভাব ঃ

১০.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন, অপারেশন ও মিটিগেশন (Implementation, Operation and Mitigation Measures) কার্যক্রম নেয়ার সময়ে ঝুঁকিসমূহ	ঃ
১১.	সংস্থার একই প্রকৃতির প্রকল্প হতে Lessons Learnt	ঃ
১২.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের আইটেম ভিত্তিক ব্যয়ের ভিত্তি ও ব্যয় প্রস্তুত করণের তারিখ	ঃ
১৩.	প্রস্তাবিত প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রমকে টেকসই করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা	ঃ

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল ।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের সুপারিশসহ স্বাক্ষর ও সীল।

অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ স্বাক্ষর ও সীল।

সংযোজনী-১

Location wise Cost Breakdown

Sl. No.	Division/District	Name of the Upazilla	Estimated cost (in Lakh Taka)	Comment
1	2	4	5	6